দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 MAY 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

C06

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দশা

শিক্ষার প্রসার এবং পূর্ণ সাক্ষরতা আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলেও এই লক্ষ্য অর্জন করা যে খুব সহজ কাজ নয় আমাদের দেশে এই কঠিন সত্য কথাটি আমরা ইতিমধ্যে উপলব্ধি করতে পারছি। এই লক্ষ্য থেকে এখনও আমাদের অবস্থান যে অনেক দূরে শুধু তাই নয়, লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবার পথেও বিস্তর বাধা। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কথাই যদি ধরি, শিক্ষা বিস্তার ও সাক্ষরতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ভূমিকাও প্রাথমিক বলতে হবে। দেশের ব্যাপক মানুষকে অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত করা এবং প্রাথমিক শিক্ষাদানের দায়িত্ব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিই নিতে পারে। উচ্চশিক্ষার ভিতও এখানেই রচিত হবার কথা।

তবে আমাদের দেশে চাহিদার তুলনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু যে কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে সেগুলিও এমন অগণিত সমস্যায় জর্জরিত যে শিক্ষাবিস্তার বা ব্যাপক মানুষকে অক্ষরজ্ঞান দান করার ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না। পত্রিকান্তরে এরকম কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। গোপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানাভাব ও আসবাবপত্রের অভাব। হেমন্ত-গঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আট বছর আগে বিধ্বস্ত হয়েছিল, এখনও মেরামত হয়নি। মাদারীপুর উপজেলার চরকালিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহটি সাম্প্রতিক ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। রূপগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেঝে পাকা নয় বলে বৃষ্টি পড়লেই স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায়। কুড়িগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব।

বলা যায়, আমাদের দেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে একটা নির্দিষ্ট মান অর্জন করেনি। এরকম অবস্থায় এ বিদ্যালয়গুলি তাদের দায়িত্ব পালনে সফল হবে এমন আশা বোধহয় করা যায় না।

দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা রাতারাতি আমূল পরি-বর্তিত করে ফেলার আর্থিক সামর্থ্য আমাদের নেই। কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্য যখন আছে তখন এক্ষেত্রে পর্যায় ক্রমিক-ভাবে হলেও বিদ্যালয়গুলি সংস্কারের পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। বিদ্যালয়গুলিকে সরকার যে মঞ্জুরি দেন তার সদ্ব্যবহারও নিশ্চিত প্রয়োজন। বিদ্যালয়ই যদি জরাজীর্ণ দশায় থাকে, তাহলে মঞ্জুরির সদ্ব্যবহার কে করবে?